ব্রঙ্কোস্কোপি

ডা. এস এম আব্দুল্লাহ আল মামুন

ব্রঙ্কোস্কোপি হচ্ছে একটি রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, যার দ্বারা আপনার কনসালটেন্ট ফুসফুসে গমনকারী শ্বাসনালীগুলো ব্রঙ্কোস্কোপ নামের একটি চিকন নমনীয় ও আলোকযুক্ত নলের সাহায্যে পরীক্ষা করে থাকেন।

ব্রঙ্কোস্কোপি করার প্রয়োজনীয়তা

নিম্নেবর্ণিত কারণগুলোর জন্য ব্রঙ্কোস্কোপি করা হয় :

- আপনার অবিরাম কফ, কাশি, পীড়া বা গলার ভেতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষকলা থাকলে
- শ্বাসনালীতে জন্মগত বিকৃতি থাকলে
- শ্বাসনালীতে পয়সা, বাদাম বা অন্য কোনো বাহ্যিক বস্তু ঢুকে আটকে গেলে
- ক্যান্সারের উপসর্গ থাকলে ফুসফুস পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে, বিশেষ করে ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে
- যদি কফের সঙ্গে রক্ত বের হয়
- যদি কোনো ইনফেকশন বা সংক্রমণের সঠিক নির্ণয়ের জন্য কালচার করার প্রয়োজন হয়
- যদি ল্যাবরেটরিতে বায়োপ্সি পরীক্ষা করার জন্য ফুসফুসের নমুনা প্রয়োজন হয়
- যদি চেস্ট এক্স-রে পরীক্ষায় অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে এবং আরো পরীক্ষার প্রয়োজন হয়
- যদি ব্রঙ্কোস্কোপির মাধ্যমে ইলেক্ট্রোকটারি, লেজার, স্টেন্টিং ইত্যাদি কোনো চিকিৎসা পদ্ধতির সহায়তা নিতে হয়

প্রস্তুতি

এই পদ্ধতি সম্পন্ন হবার পরে যত্ন ও ভালো হয়ে ওঠার ব্যাপারে পূর্ব পরিকল্পনা করুন, বিশেষ করে যদি আপনার জেনারেল এনেসথেশিয়ার প্রয়োজন হয়। ব্রঙ্কোস্কোপির পরে আপনাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য কাউকে ঠিক করুন। বিশ্রাম নেয়ার জন্য সময় বের করুন এবং আপনার দৈনন্দিন কাজকর্মে সহায়তা করার জন্য অন্য লোক ঠিক করুন।

ব্রঙ্কোস্কোপির আগে ও পরে ধূমপান না করার জন্য আপনার কনসালটেন্টের পরামর্শ মেনে চলুন। সার্জারির পরে ধূমপায়ীরা অধূমপায়ীর তুলনায় ধীরে সেরে ওঠে। প্রসেডিওরের সময়ে ধূমপায়ীদের শ্বাসকষ্ট হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি থাকে। এ কারণেই আপনি যদি ধূমপায়ী হয়ে থাকেন, তবে অন্তত ব্রঙ্কোস্কোপির ২ সপ্তাহ আগে ছেড়ে দিন। সার্জারির ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ আগে ধূমপান ছেড়ে দিলে সবচেয়ে ভালো। সার্জারির পরে ধূমপান না করলে ক্ষত আরো দ্রুত ও ভালোভাবে সেরে ওঠে।

এছাড়া কনসালটেন্ট নির্দেশিত অন্য উপদেশগুলো মেনে চলুন। এই পরীক্ষার আগের রাতে হালকা খাবার, যেমন স্যুপ বা সালাদ খাবেন। পরীক্ষার দিন সকাল ৭টার আগে হালকা নাশতা করতে পারেন। সকাল ৭টার পরে কোনো কিছুই খাবেন না বা পান করবেন না, এমনকি কফি, চা বা পানি-ও না। দাঁত ব্রাশ করার সময় পানি গিলে ফেলা থেকে সতর্ক থাকবেন।

ব্রঙ্কোস্কোপি পরীক্ষা

আপনার নাক ও মুখের ভেতরে লোকাল এনেসথেশিয়া স্প্রে করা হয়, যাতে আপনার নাক বা মুখ দিয়ে ব্রঙ্কোস্কোপের নল ঢোকানোর সময় দম আটকে না আসে। কখনো কখনো জেনারেল এনেসথেশিয়া দিয়ে পুরোপুরি অচেতন করা হয়; যাতে আপনার মাংসপেশি প্রসারিত হয়ে ঘুম এসে যায় এবং ব্যথা অনুভূত না হয়। আপনার কনসালটেন্ট হয় নাক বা মুখের ভেতর দিয়ে নল ঢুকিয়ে শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করাবেন। যদি পরীক্ষায় ক্যান্সার, টিউমার বা অন্য কোনো অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে, তবে কনসালটেন্ট তা অপসারণ করতে পারেন বা কিছু নমুনা সংগ্রহ করতে পারেন। যদি বাহ্যিক কোনো বস্তু শ্বাসনালী বা ফুসফুসে থাকে, তাও সাধারণত অপসারণ করা হয়।

পরীক্ষা সম্পন্ন হবার কিছু পরেই আপনি বাড়ি যেতে পারেন। তবে কোনো কোনো সময় কয়েক ঘণ্টা বা রাত জুড়ে হাসপাতালে থাকতে হতে পারে, তবে তা নির্ভর করে পরীক্ষার ধরন বা পরীক্ষার পরে আপনার শারীরিক অবস্থার ওপর। আপনার গলায় ও ঘাড়ে ব্যথা অনুভব করবেন, যা পরীক্ষা শেষ হবার পরে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আপনার গলা বসে যেতে পারে বা কফ কাশি হতে পারে। এক্ষেত্রে লজেন্স চুষলে বা গার্গল করলে কিছুটা উপশম হতে পারে। বাড়িতে আরামে থাকার জন্য কী করা উচিত, সে ব্যাপারে আপনার কনসালটেন্টের পরামর্শ নিন। পরবর্তী সময়ে চেক-আপের জন্য কখন আসবেন, তাও জেনে নিন।

উপকারিতা

এই পরীক্ষা আপনার শ্বাসকষ্টের নির্ণয় ও চিকিৎসায় আপনার কনসালটেন্টকে সহায়তা করবে। যদি শ্বাসনালীতে বাহ্যিক কোনো বস্তু আটকে যায়, এই পরীক্ষার মাধ্যমে তা অপসারণ করে নিরাময় দেওয়া যাবে।

ব্রঙ্কোস্কোপি করার পর যদি আপনার শ্বাসের স্বল্পতা থাকে বা কফের সঙ্গে রক্ত যায় অথবা নতুন করে বা আগের চাইতে বেশি হুইজিং (শ্বাস নেওয়ার সময় জোরে শব্দ হওয়া) হয় এবং জ্বর আসে তবে বিলম্ব না করে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

লেখক : কনসালটেন্ট-রেসপিরেটরি মেডিসিন, এ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকা

এ্যাপোলো রেসপিরেটরি মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট

মুক্তির আনন্দে শ্বাস নিন প্রান খুলে

এ্যাজমা বা হাঁপানি, নিউমোনিয়া বা অন্যান্য শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা, ধূমপান ও বায়ুদূষণ জনিত সংক্রমণ, ঠান্ডা বা ধূলাবালিতে এ্যালার্জি, ফুসফুসের ক্যান্সার এবং যক্ষা সহ শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় আমাদের সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ কনসালটেন্টের পরামর্শ নিন।

এ্যাপয়েন্টমেন্ট: (০২)-৮৮৪৫২৪২, ০১৮৪১ APOLLO, ০১৭২৯ APOLLO, ০১১৯৫ APOLLO, ০১৬১২ APOLLO ০১৯৭১ APOLLO, APOLLO সমার্থক সংখ্যা: ২৭৬৫৫৬

Organization Accredited by Joint Commission International

Apollo HOSPITALS DHAKA — TOUCHING LIVES